বাংলাদেশ দূতাবাস, বার্লিন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বার্লিনে বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

বার্লিন, ২৬ মে ২০২৩:

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এর 'জুলিও-কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত হওয়ার ৫০তম বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাস, বার্লিন যথাযথ মর্যাদা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে দূতাবাস প্রাঙ্গনে "বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান" শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদানের প্রেক্ষাপট, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং একই সাথে বাংলাদেশের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাপ্ত সম্মানসূচক 'জুলিও-কুরি' শান্তি পদক এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনানোর পর শান্তি পদক প্রাপ্তির অনুষ্ঠানের একটি সংক্ষিপ্ত প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনায় শান্তি, সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির পিতার আজীবন সংগ্রাম ও তাঁর শান্তির দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। উপর্যুক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি মান্যবর রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এর অতুলনীয় সাংগঠনিক ক্ষমতা, রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা, মানবিক মূল্যবোধ, ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর 'বঙ্গবন্ধু' থেকে 'বিশ্ববন্ধু' হয়ে ওঠার বিষয়ে সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন। জাতির পিতার শান্তির দর্শন কেমন করে তাঁর কর্মজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিফলিত হয়েছে এবং বর্তমান বিশ্বে সেটি কতোটা প্রাসংগিক- এ বিষয়ে তিনি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে, একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নেতৃত্বের গুণাবলী ধারণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশসহ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন সময়ে বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর শান্তির দর্শনের রূপরেখাও তুলে ধরেছেন, যা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ, স্বাধীনতা অর্জনে সকল শহিদ ও জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য, সর্বোপরি দেশ ও মানুষের শান্তি, সুখ, ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। পরিশেষে, জাতির পিতার জীবন ও শান্তির দর্শন সকলকে আলোর পথ দেখাবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবং আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH BERLIN